

বাংলাদেশ

নামকরণ



সৈয়দ নাজিমুর রহমান সোহেল, প্রভাষক
সেন্টার অব মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী



এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে

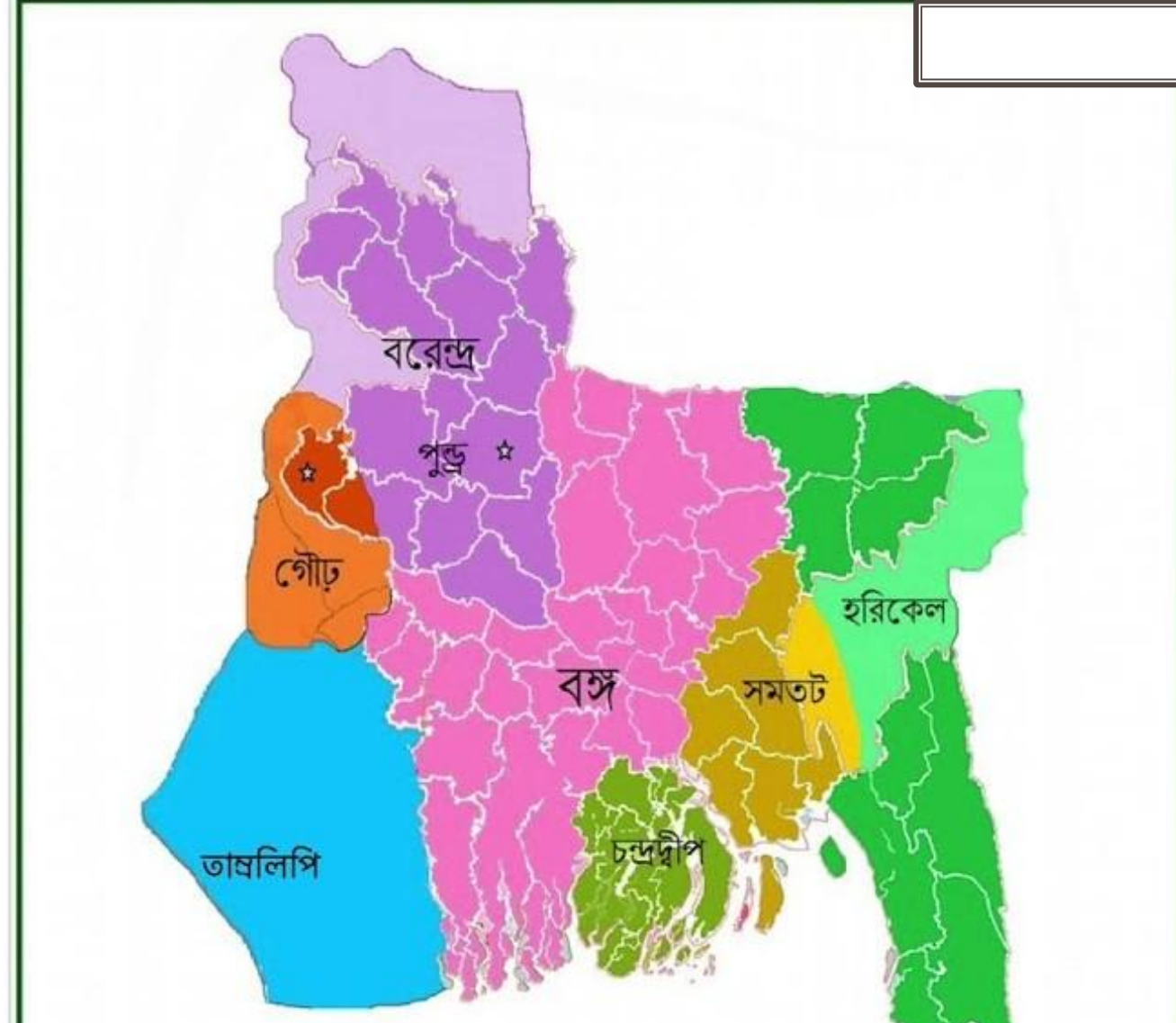
১. বাংলা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবে
২. মধ্যযুগে বাংলার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে
৩. ব্রিটিশ আমলে বাংলা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবে
৪. পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলা থেকে বাংলাদেশ নামকরণ সম্পর্কে জানতে পারবে

বাংলা নামের উৎপত্তি

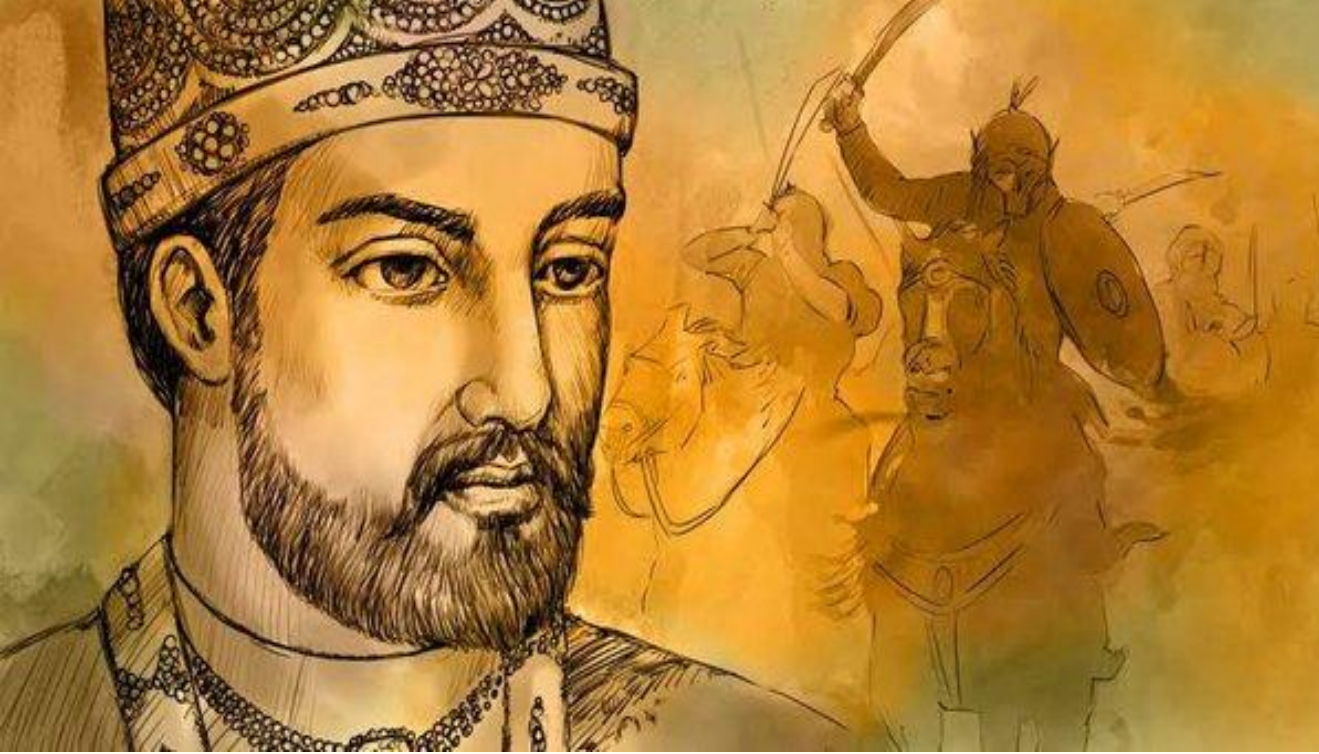
- "বাংলা" শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ "বঙ্গ" থেকে। আর্যরা "বঙ্গ" বলে এই অঞ্চলকে অভিহিত করতো বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।
- তবে বঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানরা এই "বঙ্গ" শব্দটির সঙ্গে ফার্সি "আল" প্রত্যয় যোগ করে। এতে নাম দাঁড়ায় "বাঙাল" বা "বাঙালাহ্"।
- "আল" বলতে জমির বিভক্তি বা নদীর ওপর বাঁধ দেয়াকে বোঝায়।
- তবে বাংলা, বাঙাল বা দেশ - এই তিনটি শব্দই ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। কোনটিই বাংলা শব্দ নয়।
- এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজারা দখলদারিত্বের সময় এই বাংলাকে বিভিন্ন নাম দেন।

প্রাচীন বাংলার জনপদ

জনপদ	অবস্থান
গৌড়	মুর্শিদাবাদ, মালদহ
বঙ্গ	ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, পটুয়াখালী
পুণ্ড্র	বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর
হরিকেল	সিলেট থেকে চট্টগ্রাম
সমতট	কুমিল্লা
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা
তাষলিপি	মেদিনীপুর
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল



মধ্যযুগে বাংলা



ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি

- তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।
- তিনি বর্তমান দিনাজপুরের দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করেন।
- এ সময় বাংলা ভাষাভাষী ভূ-ভাগ বাঙ্গালা বা বাংলা নামে পরিচিত হয়।

মধ্যযুগে বাংলা



শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

- সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম বাংলার তিনটি কেন্দ্র লখনৌতি (উত্তর-পশ্চিম বাংলা), সাতগাঁও (রাঢ় ও পশ্চিম বাংলা), সোনারগাঁও (পূর্ব বাংলা) অধিকার করে সমগ্র বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন এবং নিজে শাহ-ই-বাঙ্গালা বা সুলতান-ই-বাঙ্গালা উপাধি ধারণ করেন।
- এ সময় থেকেই সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী ভূ-ভাগ বাংলা নামে এবং শুধু বাঙ্গালার (পূর্ব বাংলা) অধিবাসীদের বাঙ্গাল বা বাঙালি বলা হতো। ইলিয়াস শাহের সময় রাঢ় ও লখনৌতির লোকেরাও বাঙালি নামে অভিহিত হয়।

মোগল আমলে বাংলা



সম্রাট আকবর

- বাংলা ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শো বছর স্বাধীনভাবে শাসিত হয়।
- মোগল আমলে বাংলার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সম্রাট আকবর বাংলাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বাংলা ভূ-ভাগ সুবা বাংলা নামে অভিহিত হয়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় সুবা বাংলা চট্টগ্রাম থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বারো ভুঁইয়া



ঈশা খাঁ



প্রতাপাদিত্য

- তাদের বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তারকে প্রতিরোধ করেন বারভুঁইয়া নামে খ্যাত ঈশা খান, মুসা খান, প্রতাপাদিত্যসহ বাংলার বীর সেনারা।

কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতায় বাংলা



মুর্শিদকুলী খান

- সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকা স্থাপন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রি.) মোগলদের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার মুর্শিদকুলী খান নবাব পদবী নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তাঁর সিরাজউদ্দৌলার সময় পর্যন্ত (১৭৫৭ খ্রি.) নবাবী শাসন চলে।

ব্রিটিশ আমলে বাংলা



নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের (১৭৫৭) মাধ্যমে ইংরেজদের আধিপত্যের সূচনা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলের নাম হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। কলকাতা হয় বাংলা তথা ইংরেজ শাসিত সমগ্র ভারতের রাজধানী। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকে।
- ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা ভাষাভাষী **বেঙ্গল (Bengal) প্রদেশ** সুলতানী আমলের **বাঙ্গালা** এবং মোগল আমলের **সুবে বাংলাকে** বোঝাতো। বেঙ্গল প্রদেশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও আসাম এবং বাংলা প্রদেশ নামে দুই প্রদেশ গঠিত হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা। যদিও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পুনরায় দুটি প্রদেশ একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলা থেকে বাংলাদেশ



- ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের এবং আসামের সিলেট নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা। ভারতের অধীনে চলে যায় পশ্চিম বাংলা।
- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। মূলত বাংলা ভাষা, বাঙালিত্ব মুছে ফেলার জন্য পাকিস্তান সরকার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়।

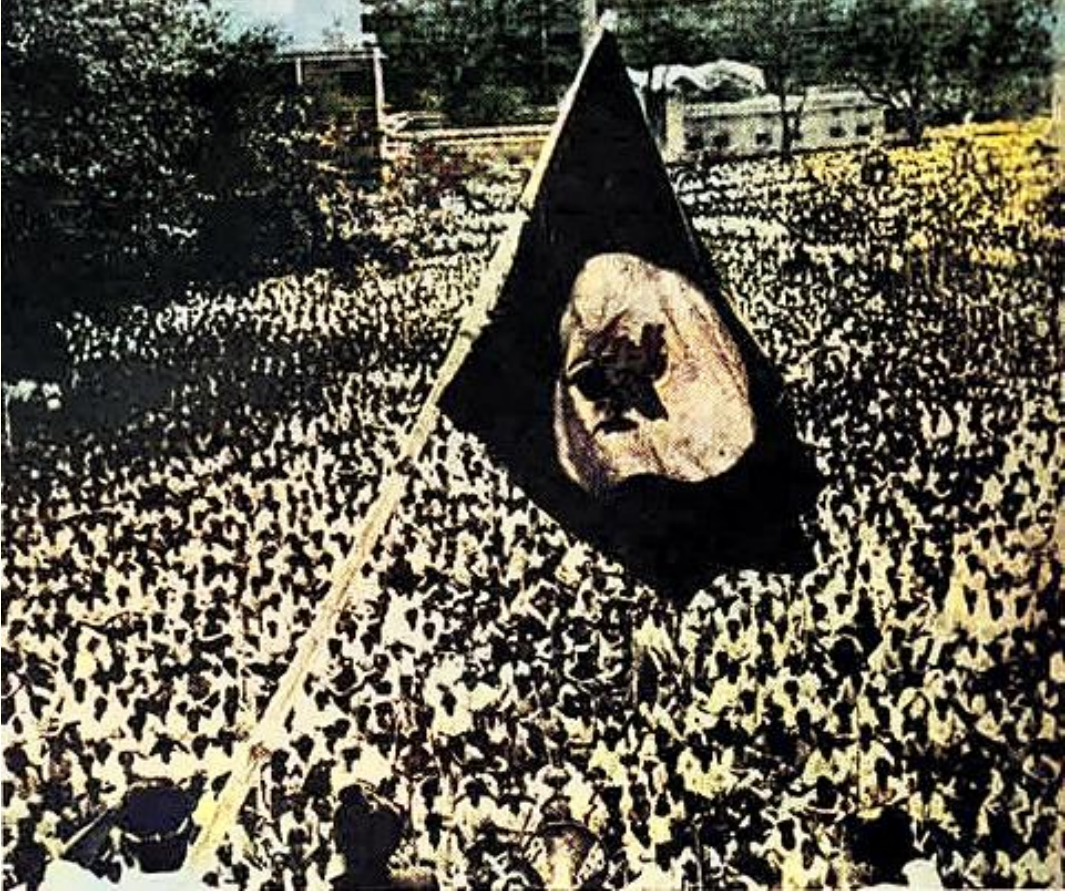
বাংলাদেশ নামকরণ

- ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ থেকে ঘোষণা করা হয়, "আমাদের স্বাধীন দেশটির নাম হবে বাংলাদেশ"।

বাংলাদেশ নামকরণ

- এই নাম দেয়ার কারণ ছিল, ১৯৫২ সালে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বাংলা ভাষা থেকে "বাংলা", এরপর স্বাধীন দেশের আন্দোলন সংগ্রাম থেকে দেশ। এই দুটো ইতিহাস ও সংগ্রামকে এক করে "বাংলাদেশ" নামকরণ করা হয়।
- এরপরও নথিপত্র-গুলোয় পূর্ব পাকিস্তান লিখতে হলেও কেউ মুখে পূর্ব পাকিস্তান উচ্চারণ করতেন না। সবাই বলতেন বাংলাদেশ।
- সেই থেকে এই দেশকে আর কেউ পূর্ব পাকিস্তান বলেনি। সবাই বাংলাদেশ হিসেবেই মনে-প্রাণে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

স্বাধীনতা পর্বে বাংলা



- ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বঙ্গবন্ধুর সম্মতিক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ও এর কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
- এ সময় পাকিস্তান জিন্দাবাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে থাকে 'জয়বাংলা' শ্লোগান।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বাংলাদেশ শব্দটির ব্যবহার

- বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ৭মার্চের বক্তৃতায় 'বাংলাদেশ' শব্দটি বারবার ব্যবহার দ্বারা এ নামটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ করেন। বক্তৃতা শেষ করেন 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান



- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে এই নাম মানচিত্রে স্থান করে নেয়।

সাংবিধানিক নাম ও সাহিত্যে বাংলাদেশ

- ১৯৭২ এর ৪ঠা নভেম্বর যখন প্রথম সংবিধান প্রণীত ও গৃহীত হয় সেই সময়ও দেশটির সাংবিধানিক নাম দেয়া হয় "বাংলাদেশ"।
- এছাড়া উনিশ শতকের সাহিত্যে অবিভক্ত বাংলাকে "বঙ্গদেশ" বা "বাংলাদেশ" বলা হতো।
- বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে "বঙ্গদেশ" শব্দের উল্লেখ আছে। কাজী নজরুল ইসলাম তিরিশের দশকে তার কবিতায় "বাংলাদেশ" নামটি ব্যবহার করেছেন। আবার সত্যজিতের চলচ্চিত্রেও উচ্চারিত হয়েছে "বাংলাদেশ" নামটি।
- অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাকে আখ্যায়িত করেছেন "সোনার বাংলা" বলে আর জীবনানন্দ দাস বলেছেন "রূপসী বাংলা"।

*Thank
you*

